দৈনিক সংবাদ 001
তারিখ ...28 NOV. 1985...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 1 ...

রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী

কাজী মহাম্মদ ইলিয়াস

১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী' সম্ভবতঃ বৃটিশ ভারতের কোন মফস্বল শহরে সকলের জন্য উন্মুক্ত প্রাচীনতম সাধারণ পাঠাগার। এর আগে রংপুর বুক ক্লাব নামে একটি পাঠাগার শুধু উক্ত ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে সীমিত ছিল। সম্ভবতঃ এই ক্লাবটি পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত রংপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয় এবং ওই ক্লাবের দু'চারজন কর্মকর্তা এবং রংপুরের কিছু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিই এ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এরপর থেকে ওই বুক ক্লাবের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন না থাকায় এরূপ অনুমান করা হয়, বরং সেকালে প্রচলিত পিতলের গোল সীলে মোটা মোটা অক্ষরে 'রংপুর বুক ক্লাব' মুদ্রিত কিছু কিছু ইংরাজী গ্রন্থ পাবলিক লাইব্রেরীতে আমি দেখেছি। খোঁজ করলে হয়ত এখনও দেখা যাবে। ওই বুক ক্লাবে শুধু ইংরেজী বই রাখা হত।

কিছু কিছু জমিদার ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের অবশ্য কিছু ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ছিল। সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পাঠাগার হিসেবে 'রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠার প্রাচীনত্ব এ থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

পরবর্তী সময়ে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে এই পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছিল। ওই ভবন ভেঙ্গে নতুন দালান নির্মাণের স্থানে সরকারী অনুদানে সরকারী জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হলেও পৌরসভার কিছু মেম্বরের কয়েকটি ঝুপড়ি করতে দেয়ার জন্য সরকারী সম্পত্তির অপব্যবহারের অভিযোগে লাইব্রেরীকে প্রদত্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বহু আবেদন-নিবেদনেও তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

ওইদিক [illegible] লাইব্রেরীর [illegible] লিটির চেয়ারম্যান এবং বর্তমান ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রী অলোক গুপ্তের পিতামহ ও কলকাতা হাই কোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রী অতুল গুপ্তের পিতা রংপুরের সেকালের নামজাদা উকিল শ্রী উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। তাঁরই উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে ১৯০১ সালের শে সেপ্টেম্বর মিউনিসিপ্যালিটির সভায় তিনি নিজস্ব রাট একখণ্ড জমি লাইব্রেরীকে ন করেন। এই জমির দক্ষিণে টশন রোড, পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটির পুকুর পার্শ্বস্থ ড্রেন, শ্চিমে রংপুর নাট্য সমাজের মি ও উত্তরে হরিদাস নামক ক ব্যক্তির জমি (বর্তমান কারী কৃষি খামার)। এই র্ণ ভূখণ্ড এখন রংপুর বলিক লাইব্রেরীর জমি।

জমিতে তৎকালে এক টি খড়ের (ছন?) ঘর তুলে ব্রেরীটি স্থানান্তরিত করা । ঘরে আলমারী ও র‍্যাক বই। আর ঘরের মধ্যভাগ ত হতে থাকে সাধারণের গার হিসেবে।

বর্তমান শাহী মসজিদের অবস্থিত রংপুর জমিদার র দালানে কুণ্ডীর জমিদার রেন্দ্র রায় চৌধুরীর উদ্যোগে ৬ সালে 'রংপুর সাহিত্য দ' স্থাপিত হয়। কুণ্ডীর র পরিবার বরাবরই মনা ছিলেন। বাংলা মৌলিক নাটক পণ্ডিত রায়ণের 'কুলীন সর্বস্ব' জমিদার কালীপ্রসন্ন রায় র উদ্যোগেই রচিত হয়। বংশধর সুরেশ রায়চৌধুরী রংপুর সাহিত্য পরিষদ-প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন ক ছিলেন। সাহিত্য প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর মিদার এসোসিয়েশনের মধ্যে কিছু অন্তর্দ্বন্দ্বের রেন বাবু রংপুর ধর্মমে একটি ভিন্ন সংস্থার রে সাহিত্য পরিষদ করেন। ওই সময়ে বী ব্যক্তি পাবলিক ও সাহিত্য পরিষদের শ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। তিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান র পরিপ্রেক্ষিতে লাইমিতে সংস্থা দু'টির পাশি পাকা ভবন আলোচনা চলতে তিমধ্যে সপ্তম এড- মৃত্যুর পর সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক তহবিল থেকে ১৫,০০০ টাকা অনুদান ও সাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত চাঁদা দিয়ে পূর্বাংশে পাবলিক লাইব্রেরী, পশ্চিমাংশে সাহিত্য পরিষদ ও মধ্যবর্তী বিরাট হল ঘরটি এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল নাম দিয়ে বর্তমান দালানটি নির্মিত হয়। স্থির হয় যে, হল ঘরটি পাবলিক লাইব্রেরীর পাঠাগার হিসেবে নির্দিষ্ট থাকবে, তবে কখনো কোন সরকারী সভা বা সাহিত্য সভার জন্য প্রয়োজন হলে পাঠাগারটি সাময়িকভাবে বন্ধ করেও সভার অনুষ্ঠান করা যাবে। জানা যায়নি কার নির্দেশে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল নামটি সম্প্রতি মুছে ফেলা হয়েছে।

ঠিক লাইব্রেরীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার না হলেও সংশ্লিষ্ট একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। দালানটির সম্মুখস্থ মাঠটি অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে রাজনৈতিক সভার কেন্দ্রস্থল হয়ে পড়ে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সরোজিনী নাইডু, মওলানা আকরাম খাঁ, বিপিন পাল প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ক্রমাগত ওই মাঠে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে থাকায় স্থানীয় সরকার বিচলিত হয়ে এ ধরনের সভানুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার না করায় অবশেষে হল ঘরটি বন্ধ করে দেবার হুমকি আসে। লাইব্রেরীর তরফ থেকে ওই হুমকির জবাবে মামলা করার পাল্টা হুমকি দিলে সরকার নীরব থাকতে বাধ্য হন। তখন থেকে সকল রাজনৈতিক সভা পাবলিক লাইব্রেরীর ওই মাঠে হতে থাকে। মওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান (তখনও বঙ্গবন্ধু নামে আখ্যায়িত হননি), সকল হিন্দু-মুসলমান স্থানীয় রাজনীতিগত নেতাদের সভা, তা যে-কোন দলের হোক না কেন ওই পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে হয়ে আসছে।

লাইব্রেরী বিকেল চারটা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকতো। পাঠাগারের হলটি পাঠকগণের সমাগমে সরগরম থাকতো। বিভিন্ন পেশাদার, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের সুবিধার জন্য লাইব্রেরী রোববার খোলা রেখে সোমবার বন্ধ রাখার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। লাইব্রেরীর যখন এরূপ জমজমাট অবস্থা তখন ভারত বিভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হওয়ার মুখে লাইব্রেরীর প্রধান কর্মকর্তাদের অনেকে ও প্রভাবশালী সভ্যগণ, যাদের অধিকাংশ হিন্দু, তারা ক্রমান্বয়ে ভারতে পাড়ি জমাতে শুরু করেন। ক্রমে লাইব্রেরীটি নির্জীব হয়ে পড়তে থাকে।

বহু শিলালিপি, সোনারূপার প্রাচীন মুদ্রা, হিন্দু দেবদেবীর পিতল ও কষ্টিপাথরে খোদিত মূর্তি এবং তুলট কাগজে লিখিত ২২০০ পাণ্ডুলিপি সমৃদ্ধ সাহিত্য পরিষদ ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক সুরেন রায় চৌধুরী মৃত্যুর পর একরকম বন্ধই পড়ে ছিল। ১৮৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী রংপুর নাট্য সমাজ ভাড়া হিসেবে সিনেমা কোম্পানী গ্রহণ করে অর্থাৎ ওই কোম্পানীর দখলে চলে যায়, লাইব্রেরীর পাঠাগারের হলটি এক সরকারী অফিসকে ভাড়া দেয়া হয়। এভাবে মূল পাঠাগার সংলগ্ন ১২ ফুট প্রশস্ত এক টিনের চালায় লাইব্রেরীর পাঠাগার স্থানান্তর করা হয়। দেশ ভাগের মুখে অবস্থা এরূপ দাঁড়ায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হিন্দুদের দেশ ত্যাগের হিড়িকে লাইব্রেরীর অবস্থা করুণ হয়ে পড়ে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় শুভানুধ্যায়ী লাইব্রেরীর ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েন। পাঠাগারে পত্রিকা পাঠের সংখ্যা ২।৪ জনে এসে দাঁড়ায়।

এহেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রংপুরে পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি প্রতিষ্ঠান— নাট্য সমাজ, সাহিত্য পরিষদ ও পাবলিক লাইব্রেরী সম্বন্ধে আলোচনার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ নবীর আলী সাহেব কিছুসংখ্যক সুধীর সাথে আমাকেও ডেকে পাঠান। আলোচনায় সাহিত্য পরিষদ সম্পর্কে তখনকার মত কোন ব্যবস্থা নেয়া স্থগিত থাকে। নাট্য সমাজ ও পাবলিক লাইব্রেরী সম্পর্কে দু'টি এডহক কমিটি গঠিত হয়। আমাকে ওই দুই প্রতিষ্ঠানের আহ্বায়করূপে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন করা হয়।

নাট্য সমাজ সম্পর্কে এ নিবন্ধে আলোচনা অবান্তর। লাইব্রেরীর কাজে হাত দিতে গিয়ে এক হতাশাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলাম। যতদূর মনে পড়ে মূল্যবান বই-পুস্তকের মধ্যে হিট্টি সাহেবের 'হিস্ট্রী অব আরব,' রবীন্দ্রনাথের 'রিলিজিয়ন অব ম্যান,' এস রাধা কৃষ্ণানের 'ইণ্ডিয়ান ফিলোজফি'র ১ম খণ্ড, অরবিন্দ ঘোষের 'লাইফ ডিভাইন', রাজা রাম মোহনের 'বেদান্ত সার', মার্টিন লাহেরের 'থেইজম' এবং 'এণ্টি থেইজম', সৈয়দ আমীর আলীর 'স্পিরিট অব ইসলাম' প্রভৃতি উচ্চমানের বহু পুস্তক উধাও। অনেক বই-এর বাঁধাই ছিঁড়ে গেছে ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ওই সময় চলতি খরচের জন্য লাইব্রেরিয়ানের কাছে রক্ষিত ক্যাশ প্রায় শূন্য। ব্যাঙ্কে মাত্র ১৬৭ টাকা জমা আছে। অপরদিকে লাইব্রেরিয়ানের কয়েক মাসের বেতন বাকী পড়ে আছে; লাইব্রেরীর নিয়মিত সভ্য সংখ্যা নেমে এসে বিশ/বাইশজনে দাঁড়িয়েছে। তাদেরও বহু দিনের চাঁদা বাকী। এমতাবস্থায় নিরুদ্দেশ পুস্তক উদ্ধার তো দূরের কথা, ছেঁড়া বইগুলো বাঁধানো ও লাইব্রেরী চালানো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিত্তবান ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের নিকট থেকে অনুদান সংগ্রহ এবং নতুন নতুন সভ্য সংগ্রহের জন্য অভিযান শুরু করা হলো। দু'শ্রেণীর সভ্য ছিল এই লাইব্রেরীতে—প্রথম শ্রেণীর সভ্য যাদের ১০ টাকা কশনমানি, ২ টাকা ভর্তি ফি ও ১ টাকা মাসিক চাঁদা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য যাদের কশনমানি ৫ টাকা ও ৮ আনা মাসিক চাঁদা দিতে হত। প্রথম শ্রেণীর সভ্যরা একসাথে দুটি বই এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যরা মাত্র একখানি বই লাইব্রেরী থেকে নিতে পারতেন। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও উদ্যোগ নেয়ার ফলে সহৃদয় ব্যক্তিদের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য অনুদান সংগ্রহ হলো। সভ্যসংখ্যাও বাড়তে থাকে। এভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে কিছু নতুন বাংলা ইংরাজী জনপ্রিয় উপন্যাস, গল্প গ্রন্থ, আশরাফ পাবলিকেশন্সের আর, এ নিকলসন সাহেবের ইংরাজীতে অনূদিত কিছু ইসলামী গ্রন্থ এবং ইংরাজী ও বাংলায় রচিত ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় কিছু বইপত্র কেনা ও ছেঁড়া বইগুলো নতুন করে বাঁধাই শুরু হয়। উর্দুভাষী আগত লোকদের জন্য উর্দু উপন্যাস, গল্প ও কবিতার বই কেনা হলো। নতুন করে লাইব্রেরীর উর্দু বিভাগ খোলা হলো। পাঠাগারে উর্দু 'জং' পত্রিকা রাখা শুরু হলো। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিকের পাশাপাশি ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র ও করাচীর ডন পত্রিকা পাঠাগারে রাখা শুরু হলে পাঠক সংখ্যা ও সভ্যসংখ্যা বাড়তে শুরু করে। সভ্যসংখ্যা দু'শ'র মত দাঁড়াল।

এরূপ অবস্থায় প্রথম থেকেই লাইব্রেরীর ক্যাটালগ সমস্যা দেখা দেয়। উর্দু না জানা লাইব্রেরিয়ানের সুবিধার জন্য উর্দু ও ইংরাজীতে পুস্তকের নাম লিখে ওদিককার একটা সমাধান করা গেল। কিন্তু ইংরাজী ও বাংলা পুস্তকের ক্যাটালগ সমস্যা থেকে গেল। আগের ক্যাটালগ জীর্ণশীর্ণ। উধাও বই এবং ব্যবহারের অযোগ্য ছেঁড়া বই বাদাই করে ইস্যুর উপযুক্ত বই ওই ক্যাটালগ থেকে খুঁজে বের করা কঠিন। স্থির হলো, লেখকের আদ্যাক্ষর দিয়ে তাদের রচিত ব্যবহারযোগ্য বই-এর একটি নয়া ক্যাটালগ তৈরী করা হবে। বাংলা বর্ণমালার ক্রমিক অনুযায়ী সব পুস্তকের (পাশে শ্রেণীসহ) প্রত্যেক লেখকের পরবর্তী গ্রন্থের জন্য স্থান রেখে একটা যৌথ ক্যাটালগ (কনসোলিডেটেড) ক্যাটালগ তৈরী করে বিষয়ওয়ারী আলাদা আলাদা ক্যাটালগ তৈরী করা হলো। দুষ্প্রাপ্য ও গবেষণামূলক মূল্যবান 'সংরক্ষিত' বিভাগের কোন বই ইস্যু করা হত না।

এই সময়ে তৎকালীন 'কোরান কমিটি' থেকে কয়েক খণ্ড মূল কোরান শরীফ ও দু'টি পারায় বিভক্ত এক সেট ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর ইংরাজীতে অনূদিত কোরান শরীফের কয়েক খণ্ড পাওয়া গেল। এসব গ্রন্থ এবং পূর্বে প্রাপ্ত ইসলামী গ্রন্থসমূহ নিয়ে লাইব্রেরীতে 'ইসলামিক লিটারেচার' নাম দিয়ে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়।

এসব ব্যবস্থা নেয়ার ফলে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরীর জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। আবার লাইব্রেরী ভবন পাঠক ও জ্ঞান-পিপাসুদের আগমনে সরগরম হয়ে উঠে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পরও যুবক ও উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সদ্য প্রকাশিত সংবাদ, প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়।

লাইব্রেরীটি এভাবে পুনর্জীবিত করার ফাঁকে এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সরকারের সঙ্গে লাইব্রেরী সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়ে যে সব চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছিল তৎসমুদয়, চেয়ারম্যান উমেশ গুপ্ত মহাশয়ের স্বাক্ষরিত মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক লাইব্রেরীকে জমিদানের রেজোলিউশন, সাহিত্য পরিষদের সাথে একাধিক বৈঠকের কার্যবিবরণী, এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলকে লাইব্রেরীর পাঠাগার হিসেবে নির্দেশ দান ও নির্দিষ্ট করার দলিল, খতিয়ান, দালান তৈরীর নকশা প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে থাকা মূল্য কাগজপত্র খুঁজে খুঁজে উদ্ধার করে সাজিয়ে 'ওরিজিনাল পেপার্স' নাম দিয়ে লাইব্রেরীর প্রাচীন ইতিহাসরূপে একটি ফাইল তৈরী করা হলো।

ইতিমধ্যে ভাড়া দেয়া হল ঘরটি বহুদিন সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হয়ে পড়ে। ভাড়াটে অফিসটি অন্যত্র উঠে যায়। পলেস্তারা খসে পড়া দেয়াল আর কার্নিশে বটের চারা গজানোর ফলে ফাটা ফাটা দেয়াল চুয়ে বৃষ্টির পানিতে গ্রন্থাগারের দেয়াল সংলগ্ন আলমারী ও ভিতরে রক্ষিত পুস্তকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিষয়ে সরকারের নিকট আবেদন করেও প্রতিকার না হওয়ায় অবশেষে তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এফ, রহমানকে অনুরোধ করে লাইব্রেরীটি সরজমিনে দেখতে নিয়ে আসা হল। তিনি স্বচক্ষে এ অবস্থা দেখে সংস্কারের নির্দেশ দেন ও টাকা জোগাড় করে দেয়ার আশ্বাস দেন। সংস্কারের কাজ প্রায় সমাপ্ত। এমন সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার সাহেব রংপুরে ইউসিস লাইব্রেরী স্থাপনের ব্যবস্থা করতে একজন ইউসিস কর্মকর্তাকে স্থান নির্বাচনের জন্য রংপুর পাঠান। তিন মাসের অগ্রিম ভাড়াসহ মাসিক ২০০ টাকা ভাড়ায় লাইব্রেরীর এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলটি ইউসিস লাইব্রেরীর জন্য দেয়া হল। এতে সুবিধা হল যে, ইউসিস লাইব্রেরীর বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা ধরনের পুস্তকের সুযোগ পাঠকরা পেতেন। দশ বছর পর ইউসিস এখানকার লাইব্রেরী বন্ধ করে দিলে তার সমুদয় বইপত্র ও আসবাব রংপুর পাবলিক লাইব্রেরীকে দিয়ে যান।

অপ্রশস্ত টিনের ঘরে পাঠকের জন্য স্থানাভাব দেখা দেয়ায় মূল গ্রন্থাগারে টেবিল চেয়ার দিয়ে পাঠকদের লাইব্রেরীতে বসে পড়া শুনার সুযোগ করে দেয়া হল। টিনের পাঠাগারটি জীর্ণ হয়ে পড়ায় ঢাকার সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীর নিকট সাহায্য চেয়ে দরখাস্ত করা হয়। কিছুদিনের মধ্যে ওই লাইব্রেরীর পরিচালক জনাব আহম্মদ হোসেন লাইব্রেরী পরিদর্শন করতে আসেন। রংপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে প্রকাশ কাল থেকে 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'সওগাত' 'মানসী ও মর্মবাণী', 'সবুজপত্র' 'বিচিত্রা' 'মাসিক মোহাম্মদী'; 'মডার্ন রিভিয়্যু' ইণ্ডিয়ান রিভিয়্যু ছ'মাস করে একত্রে বাঁধানো ছিল। আর ছিল স্বল্পকাল স্থায়ী আফজালালুক হক সম্পাদিত 'মোসলেম ভারত, ইংল্যাণ্ডের 'স্ট্যাণ্ডার্ড ম্যাগাজিন' 'ওয়ালড ম্যাগাজিন' (বাঁধানো), 'এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, অক্সফোর্ড সাইক্লোপেডিয়া, আর ইংল্যাণ্ডে মুদ্রিত মহারানী ভিক্টোরিয়াকে উৎসর্গীকৃত ইংরাজী থেকে আরবী ও ফারসী এবং আরবী ফারসী থেকে ইংরাজীতে অনু-

(৭-এর পাতায় দেখুন)

রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী

(৬-এর পাতার পর)

ত ফুলস্কেপ সাইজের দু'টি বিরাট অভিধান, কেরী সাহেবের বাংলা অভিধান, বিশ্বকোষ। এলিজাবেথীয় যুগ থেকে ইংরাজী সাহিত্য সম্ভার এবং ইংরেজীতে অনূদিত ইউরোপীয় সাহিত্য সম্ভার, ব্যাখ্যাসহ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত কবীরের চারখণ্ড গীতি কবিতা (দোঁহা), রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর (২৬ খণ্ড) একটি দুষ্প্রাপ্য সেট, ইসলামিক গ্রন্থসমূহ, সায়েরে মোতাখেরিনের ৫ খণ্ড (ইংরাজী অনুবাদ), ইতিহাস, দর্শন, উপন্যাস, নাটক গল্প ও কবিতা গ্রন্থসমূহ। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি একটি মফস্বল লাইব্রেরীতে দেখে অভিভূত হোসেন সাহেব মন্তব্য করেন, "এমন মূল্যবান সংগ্রহ অনেক লাইব্রেরীতেই কঠিন। অবশ্য বড় বড় শহরের কথা আলাদা; কিন্তু আপনাদের পাঠাগারের অবস্থা বাস্তবিক দুর্দশাগ্রস্ত। অথচ পাঠকের সংখ্যাও বেশ সন্তোষজনক।" তিনি কীভাবে অনুদান পাওয়া যাবে এবং জেলা প্রশাসকের সুপারিশসহ ডিপিআইকে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত করলে যথা সম্ভব অনুদানের ব্যবস্থার আশ্বাস দেন। যথারীতি আবেদন পাঠানোর পর শোনা গেল ১০,০০০ টাকা মঞ্জুরির ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ওই অনুদানের টাকা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এরপর আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী আমার আত্মীয় জমির উদ্দিনসহ তিনি রংপুরে আসেন। জমির উদ্দিন সাহেবের প্রচেষ্টায় এককালীন অনুদান ১০,০০০ টাকা তো পাওয়া গেলই অধিকন্তু পরবর্তী বছর থেকে বার্ষিক ৪০০০ টাকা অনুদানের নির্দেশও এসে গেল। এ উপকারের জন্য রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী জমির উদ্দিন সাহেবের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

এখন টিনের ঘর সংস্কার কাজে লাইব্রেরীর পৃষ্ঠপোষক একজন উদার চেতা ঠিকাদার এবং লাইব্রেরীর সুধীর শঙ্কর বাবু এগিয়ে এলেন। তিনি বিনা লাভে একটি টিনের ঘরের পরিবর্তে দু'টি পাকা ঘর তুলে দেন। সুধীর বাবু শুধু নতুন চেয়ার-টেবিলের সাথে পুরানো আসবাবপত্রও বাতিল না করে ক্ষান্ত হলেন না। এর ফলে লাইব্রেরীটি আরও সুদৃশ্য রূপ পেলো।

লাইব্রেরীর আর্থিক সচ্ছলতাও এসে যায়। তহবিলে এখন দশ বারো হাজার টাকার ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়। শুরু হয় ধ্বংসোন্মুখ লাইব্রেরীর এক স্বর্ণযুগ।

লাইব্রেরীর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আহ্বায়কের পদ থেকে পরবর্তী সময়ে আমি নির্বাচিত সেক্রেটারী হই। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নির্বাচনক্রমে একাদিক্রমে ১৬।১৭ বছর নির্বাচিত সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করার পর আমার স্নেহভাজন ও পুত্রতুল্য এবং সমাজসেবী জররেজকে (এ, ওয়াই, মাহফুজ আলী) সাধারণ সভায় সেক্রেটারী মনোনীত করে একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে আমি কার্যকরী কমিটিতে থাকি। তখনও পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে প্রকাশিত নতুন বই নির্বাচন করে এবং গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগের জন্য জররেজ আমাকে ধরে নিয়ে যায়। অনেক দিন লাইব্রেরীর নিয়মিত সময় শেষ হওয়ার পর জররেজ ও লাইব্রেরিয়ান জিতেন বাবুকে সাথে নিয়ে আমি বসতাম। নির্দিষ্ট সময়ে এসব আলোচনায় বসলে কাজের ব্যাঘাত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমরা লাইব্রেরীর উন্নতি সম্পর্কে এভাবে বসতাম।

লাইব্রেরিয়ান জিতেন বাবুর প্রসঙ্গ যখন উঠলো, তখন তার সম্পর্কে কিছু না বললে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরীর ইতিহাস কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলে আমার ধারণা। খড়ের ঘরের আমলে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে নিযুক্ত লাইব্রেরিয়ান জিতেন বাবুর (জিতেন্দ্র নাথ দেব) বেতন ৩৫।৩৬ বছরে ২০ টাকা দাঁড়ায়। তখন সাবেক পাকিস্তান আমল। হিন্দুদের ভারত যাওয়ার হিড়িক পড়েছে। লাইব্রেরী তখন প্রায় পাঠকশূন্য। তখনও জিতেন বাবু (অনেকে দাদু বলত) লাইব্রেরীকে যক্ষের ধনের মত আঁকড়ে পড়েছিলেন। পাঠক আসুক না আসুক নিয়মিত সময়ে লাইব্রেরী খুলতেন। ঝাড়ুদারও কাজ ছেড়ে দিয়েছে, তাই নিজ হাতে ঝাড়-পোঁচ করে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র সাজিয়ে যথাস্থানে রাখতো। অধিকাংশ সময় একা বসে থেকে রাত ৯টায় পাঠাগারের পত্রিকাগুলো তুলে রেখে লাইব্রেরী বন্ধ করে ধীরপদে বাড়ী ফিরতেন। তাঁর আত্মীয় পরিজন আগেই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। কেন তিনি একা রয়ে গেলেন এ প্রশ্নের জবাবে উদাস চোখে বইয়ের আলমারীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'লাইব্রেরী ছেড়ে গিয়ে বাঁচবো কী করে?' বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছু আগে তাঁর এক ভাই ভারত থেকে এসে তাকে জোর করে নিয়ে যান। তাঁর যাবার বেলার দৃশ্য ভুলবার নয়। চলে যাওয়ার আগের দিন লাইব্রেরীতে এলেন চোখে জল। তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ার, সামনের টেবিলের খাতাপত্র ও বইয়ের আলমারীর গায়ে হাত বুলালেন গভীর আবেগে। তারপর নমস্কারের মত করে মাথায় হাত তুললেন। অবশেষে লাইব্রেরীর সিঁড়ির শেষ ধাপের উপর মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। আজও সেদিনের সেই দৃশ্য মনে পড়ে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পূর্বে ৩রা মার্চ রংপুরে এক বিরাট বিক্ষোভের সময় পাকিস্তান সমর্থক অবাঙ্গালী ও তাদের দোসর কিছু বাঙালীর মারমুখী আক্রমণে তিনজন বাঙ্গালী কিশোরকে গুলী করে হত্যা করা হয়। তখনথেকেই লাইব্রেরীতে জনসমাগম কমতে থাকে। ৭ই মার্চের পর লাইব্রেরী বন্ধ হয়ে যায়। অপরাপর সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও অচলাবস্থার মুখে এসে দাঁড়ায়।

মুক্তি সংগ্রাম শুরু হওয়ার প্রথম দিকে জররেজকে পাকবাহিনী ধরে ক্যাণ্টনমেণ্ট নিয়ে যায় এবং পরে শ্মশানের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে গুলী করে হত্যা করে। দুষ্কৃতকারীরা লুট করে লাইব্রেরীর আসবাবপত্র। মূল্যবান গ্রন্থরাজি তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সব তছনছ করে। বহু বইপত্র ওজন দরে বিক্রি করে দেয়। লাইব্রেরীর পাশেই নাট্য সমাজের ভবনে ছিল পাঞ্জাবী পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের আখড়া।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর লাইব্রেরী চালু করতে গিয়ে দেখা গেল আক্রোশটা বাংলা বই পুস্তকের উপর বেশি। এ থেকে বাংলায় রচিত ইসলামী গ্রন্থরাজিও রেহাই পায়নি। আলমারী ভাঙ্গা। বহু চেয়ারের পায়া নেই। সিলিং ফ্যান উধাও। এখানে ওখানে কিছু বই ছেঁড়া খোঁড়া বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

পরবর্তীকালে নির্বাচিত সেক্রেটারী যিনি সংস্কৃতিমনা ও একজন সাহিত্যিক তাঁর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরীর আবার হারানো গৌরব ফিরে পাবে এরকম আশা পোষণ করি।